International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

নারীর অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন: ইসলামী পর্যালোচনা

Women's Rights, Dignity and Empowerment: An Islamic Review

Mr. Md. Faisal

Lecturer, General Education, Southern University Bangladesh

সারসংক্ষেপ

ইসলামের প্রাথমিক উৎস কোরআন ও হাদিস নারীর অধিকার, মর্যাদা এবং ক্ষমতায়ন প্রতিষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা, নারীবাদী এবং পাশ্চাত্যদের প্রথাগত ব্যাখ্যা এবং বিরোধিতার জন্য সমালোচনা নারী স্বাধীনতায় ইসলাম প্রদত্ত বিধানাবলীর বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করেছে। ইসলামে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিয়ে যে বিতর্ক রয়েছে তা মুলত কোরআন ও হাদিসের ভুল ব্যাখ্যার কারণে। এই গবেষণা প্রবন্ধে কোরআন, হাদিস এবং ইসলামী আইনতত্ত্বের আলোকে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়নের ধারণা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে গবেষণার গুণগত পদ্বতি (Qualitative Method) অনুসরণ করা হয়েছে এবং ব্যাখ্যামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী বর্ণনা প্রধান্য পেয়েছে। মাধ্যমিক উপাত্ত হিসেবে ইসলামী শরীয়াহ'র প্রধান দুইটি উৎস কোরান, হাদিস, নারী অধিকার ও জেন্ডার স্ট্যাডিজ বিষয়ক বইপত্র, গবেষণা প্রবন্ধ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি যুক্তি উপস্থাপন করে যে ইসলামী শরীয়াহ'র প্রমাণভিত্তিক ও বর্ণনাপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা নারীর মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কে অধিক ভারসাম্যপূর্ণ ও গভীরতর অনুধাবন বিকাশে সহায়ক। ইসলামের আলোকে ন্যায়ভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক উৎস সমূহের যথাযথ উপলব্ধির পাশাপাশি ইসলামী আইনতত্ত্ব, নীতিমালা এবং প্রাতিষ্ঠানসমুহের সমকালীন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে শরীয়াহ'র সীমারেখার মধ্যে সংস্কারের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের কার্যকর প্রতিষ্টা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

Keywords: ইসলাম, কোরান, হাদিস, নারীর অধিকার, মর্যাদা, ক্ষমতায়ন

Abstract

The primary sources of Islam, the Quran and Hadith, have played an significant role in establishing women's rights, dignity and empowerment. Patriarchal mindsets, feminist and Western criticism for traditional interpretation and opposition have affected the implementation of the provisions given by Islam in women's freedom. The debate on women's rights and empowerment in Islam is mainly due to the misinterpretation of the Quran and Hadith. This research paper examines the concepts of women's rights, dignity, and empowerment in the light of the Quran, the Hadith, and Islamic jurisprudence. The

article follows the qualitative method of research and emphasizes explanatory and analytical descriptions. As secondary data, information has been collected from the Quran, Hadith, books on women's rights and gender studies, research articles, reports of domestic and international organizations related the issue. This research argues that an evidence-based and narrative interpretation of Islamic Sharia is helpful in developing a more balanced and deeper understanding the dignity, rights and empowerment of women. In order to establish social order in the light of Islam, it is necessary to ensure the effective establishment of women's rights and empowerment through reforms within the boundaries of Sharia in accordance to contemporary realities of Islamic jurisprudence, principles and institutions, In addition to a proper understanding of the fundamental sources of Islam regarding women's rights and empowerment.

Keywords: Islam, Quran, Hadith, Women's Rights, Dignity, Empowerment.

১। ভুমিকা

ইসলামে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন স্বীকৃত হলেও পাশ্চাত্য নারীবাদীরা সমালোচনা করে থাকে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ইসলাম নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দেয়নি; বরং নারীর প্রতি বৈষম্য করেছে। এই গবেষণা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরান হাদিস ও সমকালীন বাস্তবতা ও গবেষণার আলোকে বিষয়টির পুণর্মুল্যায়ন।

প্রাক-ইসলামী যুগে নারীর কোনো সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অধিকার, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ক্ষমতা ছিলনা। বরং নবজাত কন্যা শিশুকে জীবন্ত পুতে ফেলা হতো এবং পুরুষেরা নারীকে শুধু ভোগের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করত। ঠিক তখনই মানবতার মহান দূত হিসেবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নারী অধিকার এবং মর্যাদার বাণী প্রচার শুরু করেছিলেন। তার আনীত ধর্ম ইসলাম পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে নারীকে যথাযত মর্যাদার অধিকারী করেছে।

ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস চারটি।কোরান, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস।ইসলাম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের প্রতিটি বিষয় নিয়ে ইসলাম ধর্মের বিধান রয়েছে। কোরান ঐশীগ্রন্থ। এতে সংশোধন ও সংযোজনের অবকাশ নেই।প্রয়োজনও নেই।কারণ,মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধানরুপে কোরান নাজিল হয়েছে। নারী ও পুরুষ প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন।নারীর বেশ-ভূষণ, চালচলন, অধিকার, পারিবারিক জীবনধারা সম্পর্কে নির্দেশনা সংবলিত বিধান নিয়ে পবিত্র কোরানে ‘আন নিস’ নামক একটি সুরা রয়েছে। এছাড়াও কোরআনের অন্যান্য সুরার বিভিন্ন আয়াতে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়নের বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাজুল ইসলাম হাশমি এর মতে, পবিত্র কোরানকে অনেকে নারী অধিকারের বিল (Feminist Bill of Rights) বলে মনে করেন।[১] এতে নারীর পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা সন্নিবেশিত হয়েছে।

আল্লাহ নারী এবং পুরুষকে কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যার ফলে তাদের মধ্যে অধিকার ও ক্ষমতায়নের প্রেক্ষিতে কিছুটা ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। অনেক কাজ-কর্ম এবং দায়-দায়িত্ব নারীর জন্য নির্ধারিত রয়েছে যা পুরুষের জন্য জটিল। আবার এমন কিছু রয়েছে যা পুরুষের সাথে নির্দিষ্ট, নারীরা তা করতে অক্ষম। সুতরাং প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যের আলোকে অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়নে তারতম্য থাকাকে বৈষম্য বলা যাবেনা। আল্লাহ সর্বজ্ঞানের অধিকারী এবং প্রজ্ঞাবান। তিনি নারীর অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়নে যেসব বিধান দিয়েছেন তা ভালোভাবে অবলোকন করলে প্রতীয়মান হবে যে এগুলোতে তাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

আল্লাহ পুরুষ ও নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কোরানে বলা হয়েছে, ‘‘আমরা তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে উত্তম রিযিক দিয়েছি। আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের ওপর তাদেরকে অনেক বেশি মর্যাদা দিয়েছি।’’[২]
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) তাফসিরে ইবনে কাসীরে বলেন, আয়াতে আল্লাহ সংবাদ দেন যে, তিনি আদম সন্তানদের সুন্দর ও নিখুঁত আকৃতিতে সৃষ্টি করার মাধ্যমে এবং তাদের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব, বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন।[৩]
ইসলামী জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস হাদিস। নারী সংক্রান্ত অসংখ্য হাদিস রয়েছে।যা দ্বারা নারীর অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়নের পুর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যায়।
সমাজে নারীঘটিত অপরাধের সংখ্যা দিন দিন বাড়তেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর জন্য নারীদের অবাধ চলাফেরা ও মেলামেশা দায়ী থাকলেও পুরুষের কুপ্রবৃতি এবং খারাপ মানসিকতাও কম দায়ী নয়। আল্লাহ নারী-পুরুষ উভয়কে সতর্ক করে বলেন, ‘‘হে নবী আপনি মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারাও যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।[৪] অধিকন্তু আল্লাহ কোরানে পুরুষরা প্রলুব্ধ হতে পারে এমন কর্মকাণ্ড থেকে নারীদের বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ‘‘হে নবীপত্নীগণ, তোমরা অন্য কোন নারীর মতো নয়। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে (পর পুরুষের সাথে) কোমল ও মধুর কণ্ঠে কথা বলনা। তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হবে। তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে। আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করনা।’’[৫] এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট তথা ‘শানে নুযুল’রয়েছে। ঐ সময়ের এবং পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এসব আয়াত নাজিল করা হয়েছে। ইসলাম নারীদের জন্য যে সব বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে তা তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার জন্য করেনি, বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা যেন কোন প্রকার অন্যায় ও অশ্লীল কাজে জড়িয়ে না পড়ে, নিরাপত্তাহীনতায় না পড়ে এবং পুরুষরা যেন কোন অবৈধ সুযোগ নিতে না পারে। নারীকে নিরাপদ রাখা এবং তার সম্মান রক্ষার উপায় হিসেবে এমন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব পশ্চাৎপদ মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামের আবির্ভাব লগ্নেই চরম লাঞ্ছনা ও দূর্গতির শিকার নারী জাতিকে ইসলাম তার প্রাপ্য সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।পাশ্চাত্যের নারীবাদী আন্দোলনের ফল হিসেবে নারী তার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার তো পায়নি, বরং নিজের এবং পরিবারের ভরণপোষণ ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব ও চেপেছে তার কাঁধের উপর। জীবিকার তাগিদে নারীকেও সংগ্রাম করতে হচ্ছে পুরুষের পাশাপাশি।দৃশ্যত নারী হয়েছে পুরুষের জন্য সহজলভ্য। পাশ্চাত্য সভ্যতা স্বাধীনতার নামে নারীকে কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়েছে সত্য, বিপরীতে তার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কেড়ে নিয়েছে। আল্লামা তাকী ওসমানী নারীবাদী ও পাশ্চাত্য দৃষ্টি ভঙ্গির সমালোচনা করে বলেন, আশ্চর্য ও তামাশার বিষয় হচ্ছে, নারী যখন ঘরে স্বামী-সন্তানের সেবা করে, খাবার তৈরী করে, ঘর ঘোচায় সেটাকে মনে করা হয় পশ্চাৎপদতা। আর যখন নারী বিমানবালা হয়ে শত শত বেগানা পুরুষকে খাবার সরবরাহ করে, আর তাদের লোলোপ দৃষ্টির শিকার হয় তখন সেটা হয়ে উঠে সম্মান ও মর্যাদার।[৬]
আধুনিক সমাজের নারীদের বঞ্চনা ও দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে অমর্ত্য সেন বলেন, বৈষম্যে ও নিপীড়নের শিকার হয়ে যেসব নারীর জীবন অকালে ঝরে পড়ে অমর্ত্য সেনের ভাষায় তারা ‘নিরুদ্দিষ্ট নারী’(missing woman)। সাধারণত যে সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য বেশি, সেই সমাজে নিরুদ্দিষ্ট নারীর

সংখ্যা তুলনামুলকভাবে বেশি।[৭] আকবর আলী খান এর মতে, নারার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এককভাবে অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত নয়, সামাজিক মূল্যবোধের উপরও নির্ভর করে।[৮]

২। গবেষণা শূন্যতা

উল্লেখিত সাহিত্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে ইসলামে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কে অনেক গবেষণা কর্ম রয়েছে বটে, তবে এর মধ্যে কিছু শূণ্যতা ও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত: পূর্বের গবেষণাসমূহে কোরআন, হাদিস, ইসলামী আইনতত্ত্ব এবং সমকালীন লিঙ্গ ভিত্তিক গবেষণাকে একই কাঠামোয় যুক্ত করে আলোচনার প্রচেষ্টায় সীমাবদ্ধতা দৃশ্যমান। দ্বিতীয়তঃ নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত পূর্বের অধিকাংশ গবেষণাকর্ম ধর্মীয় ব্যাখ্যা অথবা মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ দ্বারা সীমাবদ্ধ; উভয় ধারার সমন্বিত পর্যালোচনা কম লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয়ত: ইসলামী বিধান মতে নারীর জন্য যে অধিকার ও মর্যাদা স্বীকৃত, অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার সাথে তার তুলনামূলক আলোচনা কম পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থত: অধিকাংশ গবেষণায় নারী সম্পর্কিত বিধানাবলীর ক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শিক প্রেক্ষাপট ও মূলনীতিসমুহকে মুসলিম সমাজের বাস্তবতার আলোকে নির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি। অধিকন্তু পুর্বের গবেষণাসমুহে ইসলামের কিছু কিছু বিধানের উপর নারীবাদীদের যেসব আপত্তি রয়েছে তার সঙ্গত ও জ্ঞানতাত্ত্বিক উত্তর দেওয়ার প্রবণতা কম লক্ষনীয়।

এই গবেষণা প্রবন্ধে এসব শূন্যতা ও সীমাবদ্ধতা পূরণের চেষ্টা করা হবে। যার ফলে গবেষণা কর্মটি ইসলামে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের চলমান ডিসকোর্স এবং একাডেমিক বিতর্কের সমাধানের একটি প্রমাণভিত্তিক দলিল হিসেবে কাজ করবে।

৩। গবেষণার উদ্দেশ্য

নারী অধিকার ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক ইসলামী বিধানাবলীর ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যা ইসলামের মূল চেতনাকে বহুলাংশে আড়াল করে। এ গবেষণা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী শরিয়াহ ও আইনতত্ত্বে নারীর অধিকার, মর্যাদা এবং ক্ষমতায়নে যে বিধান দেওয়া হয়েছে তা অন্বেষণ করা এবং যথাযত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এগুলোর প্রাসঙ্গিকতা খোঁজা। তাছাড়া এসব ইসলামী বিধানাবলীকে ইসলাম পূর্ব বর্বর যুগে এবং বিভিন্ন সভ্যতা ও ধর্মে নারীর অবস্থানের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করে ইসলামের নির্দেশনার যৌক্তিকতা পরীক্ষা করা। অপরদিকে কিছু ইসলামী বিধানের ওপর যেমন: উত্তরাধিকার সম্পত্তির বণ্টন, বহুবিবাহ, পর্দা সম্পর্কে নারীদের আপত্তি ও সমালোচনা রয়েছে। এই গবেষণা প্রবন্ধে তাদের আপত্তি ও সমালোচনা পরীক্ষাপূর্বক বিপরীতে ইসলাম প্রদত্ত হুকুমগুলো সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে পর্যালোচনা করে এর যৌক্তিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

৪। সাহিত্য পর্যালোচনা

ইসলামী শরিয়াহ এর চার মুলনীতির প্রধান দু'টি যথাক্রমে কোরান ও হাদিস। এই দু'টি ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা ও অধিকার বিশ্লেষণের জন্য মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। নারীর অধিকার মর্যাদা ও ক্ষমতায়নে কোরানের অনেক আয়াত ও বিপুল সংখ্যক হাদিসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। বিশেষ করে কোরানের সূরা নিসা, সূরা বাকারা, সূরা আহযাব এবং সূরা তাওবায় নারী-পুরুষের সৃষ্টি রহস্য, স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, মানবিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অধিকার, উত্তরাধিকারী সম্পত্তির যৌক্তিক

মালিকানা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমতার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। এসব আসমানি বিধানাবলী নারীর অধিকার, মর্যাদা এবং ক্ষমতায়নকে সুদৃঢ় করে।

হাদিস পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায়, রাসুলু (সা:) কন্যা সন্তানের মর্যাদা, লালন-পালন, নারীর সাথে ভালো আচরণ, স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার, মা হিসেবে নারীর অধিক মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বিশেষত: সিহাহ সিত্তাহ তথা হাদিসের মাশহুর ছয়টি গ্রন্থ যথাঃ সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, জামে তিরমিজি, সুনান নসায়ি এবং সুনান ইবনে মাজাহসহ অন্যান্য হাদিস গ্রন্থসমুহের বড়ো অংশজুড়ে নারীর সামাজিক মর্যাদা, পারিবারিক অধিকার ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

Saeed, A. (2006), তার গবেষণায় দাবী করেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটের আলোকে কোরানের আয়াত এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষন জরুরী। তার মতে সমকালীন বাস্তবতার সাথে সমন্বয় করে নারী সম্পর্কিত আয়াত এর ব্যাখা না করার কারণে কোরানের জ্ঞাতত্তের সাথে কিছু বিষয়ের বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি ইসলামী জ্ঞানের বস্তুগত পদ্ধতির ভিত্তি প্রধান করেন।[৯]

Wadud, A. (1999) তাঁর প্রবন্ধে কোরানের ভাষাগত ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে নারীর অধিকারকে মুল্যায়ন করেছেন। তার মতে, নারীর অবস্থান ও অধিকার বিষয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা লিঙ্গ-সংবেদনশীল ও প্রাসঙ্গিক। তিনি আরো বলেন, কোরানের শিক্ষা ও মৌলিক বিধান ইনসাফ, লিঙ্গসমতা এবং মানবমর্যাদার অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করে। তার গবেষণার গুরুত্বপুর্ণ অবদান হচ্ছে, তিনি কোরানের প্রেক্ষিতভিত্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্টায় পদ্ধতিগত কাঠামো প্রদান করেন।

Ahmed, L. (1992) এর গ্রন্থটি ইসলামে নারীর অবস্থান সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল গবেষণা হিসেবে পরিচিত। তার গবেষণায় ইসলাম পুর্ব জাহেলি যুগে আরবে নারীর শোচনীয় অবস্থা, ইসলামের আবির্ভাব পরবর্তী সময়ে নারীর সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অধিকার এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ইতিবাচক দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে। তার মতে, নারী সম্পর্কে কোরান হাদিসের মৌলিক শিক্ষা এবং পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যার মধ্যে মুলত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

Barlas, A. (2002) তার বইয়ে যুক্তি দেন যে, ইসলামের বিধান এবং বাস্তব শিক্ষার উপর সামাজিক রীতিনীতি ও পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যার প্রভাব লক্ষনীয়। তার গবেষণা কোরান হাদিসের নীতিমালা এবং প্রচলিত নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বা ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরুপনে সহায়ক।

সামগ্রিকভাবে বিদ্যমান সাহিত্যসমুহে ইসলামে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন বিষয়টি যুগের বাস্তবতায় শুধু ধর্মের আলোকে বিবেচনা না করে নারীর সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক অধিকার এবং নির্যাতন থেকে সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ও নজরে রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী নীতিমালা, প্রচলিত সামাজিক বাস্তবতা এবং নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে আরও বিস্তৃত ও প্রাসঙ্গিক গবেষণার সুযোগ রয়েছে। এই গবেষণা কর্মটি নারী সম্পর্কে ইসলামী উৎসসমুহ অনুযায়ী প্রকৃত বিধান এবং নারীর অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়নে ইসলামের ভুমিকা এবং ইসলাম বিরোধী নারীবাদী ও পশ্চীমা দৃষ্টিভঙ্গি ও কোরান হাদিসের অপব্যাখ্যা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে সহায়ক ভুমকা রাখবে।

৫। গবেষণা পদ্বতি

এই প্রবন্ধে গবেষণার গুণগত পদ্বতি (Qualitative Method) অনুসরণ করা হয়েছে এবং ব্যাখ্যামূলক ও

বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা বেশি প্রধান্য পেয়েছে। এখানে মাধ্যমিক উপাত্ত হিসেবে ইসলামী শরীয়াহ'র প্রধান দুইটি ভিত্তি কোরান এবং হাদিস থেকে নারী সম্পর্কিত নির্দেশনা এবং বিধানসমুহ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও কোরানের বিভিন্ন তাফসিরগ্রন্থ, হাদিসের বিশুদ্ব গ্রন্থাদি বিশেষ করে সিহাহ সিত্তাহ তথা হাদিসের প্রসিদ্ব ছয়টি গ্রন্থ, ইসলামী আইনতত্ত্ব, নারী অধিকার ও জেন্ডার স্ট্যাডিজ বিষয়ক বইপত্র, গবেষণা প্রবন্ধ, ম্যাগাজিন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে নারী বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুতে নারীবাদী ও পাশ্চাত্য ধারণা ও ব্যাখার সাথে ইসলামের মুলনীতির তুলনামুলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামী বিধানের প্রাসঙ্গিকতা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে এবং ইসলামী বিধানের সমালোচনার জবাব দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু এই গবেষণায় ধ্রুপদি ও সমকালীন মুসলিম চিন্তাবিদদের রচনার সহায়তা নেওয়া হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক (Thematic Analysis) এবং পাঠ্যভিত্তিক (Textual Analysis) পদ্বতি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.১। নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন

পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণিগত মর্যাদাই ক্ষমতায়ন।এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের জীবনকে অন্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রেখে স্বাধীনভাবে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে। জাতিসংঘ নারীর ক্ষমতায়নকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলে, " A process by which women gain power and control over their own lives and acquire the ability to make strategic choice."[১৩]

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে ক্ষমতায়ন ঘটবে। নারীর ক্ষমতায়নের মানদন্ড হিসেবে গুরুত্বপূণ কিছুর্ সূচক ব্যবহৃত হয়, যেমন- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ, সম্পদ অর্জনের অধিকার, পরিবারের আর্থিক লেনদেনে সম্পৃক্ততা, আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, জন্মশাসনে নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা, চলাফেরার স্বাধীনতা ইত্যাদি।

ক্ষমতায়ন সম্পর্কে দু'ধরনের মতবাদ আছে। আদর্শভিত্তিক ক্ষমতায়ন ও বস্তুবাদী ক্ষমতায়ন। আদর্শভিত্তিক ক্ষমতায়ন ধারণার অন্যতম পথিকৃত হলেন ব্রাজিলীয় শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রিয়েরে। অমর্ত্য সেন অবশ্য বস্তুবাদী ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করেন। বস্তুবাদী ক্ষমতায়নের প্রধান উপাদান পাঁচটি। যথাঃ ১. নারীর শিক্ষা, ২. নারীর সম্পত্তির মালিকানা, ৩. নারীর কর্মের সুযোগ, ৪. শ্রমবাজারে নারীর বিচরণ ও ৫. নারীর চাকরি সম্পর্কে পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি।

৬.২। নারীর অধিকার রক্ষায় ইসলামের ভুমিকা

ইসলামে নারী অধিকার সম্পর্কে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হোয়েছে; যা অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতায় বিরল। ইসলাম পুর্ব জাহেলি যুগে আরবে নারীর অবস্থা ছিল শোচনীয়। ইসলামের আবির্ভাব পরবর্তী সময়ে নারীর সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অধিকার এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।[১৪]

যারা নারীর প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করে, তাদের অধিকার নষ্ট করে এবং তাদের উপর অবিচার করে কোরান-হাদীসে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। ইসলামে নারীর সৃষ্টিতত্ত্ব, কন্যা শিশুর মর্যাদা, নারীর পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা, তাদের দায়িত্ব ও করণীয়, নারী অধিকার, বিবাহ, ঘর-সংসার, তালাক ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। নারীর অবস্থান ও অধিকার বিষয়ে কুরআনের বিধান লিঙ্গ-সংবেদনশীল ও প্রাসঙ্গিক। কোরানের বিধান ও নির্দেশনা ন্যায়, সমতা এবং মানবমর্যাদার অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করে।[১৫]

৬.৩। নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব: প্রসঙ্গ আলোচনা

পুরুষের কর্তৃত্ব অর্থ যা ইচ্ছে তা করার ক্ষমতা নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন মুখ্য ভূমিকার অধিকারী নেতা থাকা দরকার। পুরুষ হচ্ছে পরিবারের নেতা।নেতা শাসিতের সম্মতি সাপেক্ষে নেতৃত্ব দেয়।কোরানে পারিবারিক জীবনে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ‘‘পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষ তার ধনসম্পদ ব্যয় করে।’’[১৬]

এই আয়াতের কর্তৃত্ব সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল আরবী বলেন, এখানে ক্বাওয়াম’শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ হল স্ত্রী স্বামীর কাছে আমানতস্বরূপ এবং স্বামী স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণকারী, তার যাবতীয় কর্মের দায়িত্বশীল কর্তা এবং কল্যাণ বিধানকারী।[১৭]

অনেক নারীবাদী এই আয়াতের উপর আপত্তি করে এবং ইসলামে নারীর অধিকার নিয়ে সমালোচনা করে। এই আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে শ্রেষ্ঠত্বের বা কর্তৃত্বের নির্দেশনাটি মূলত অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্বের প্রশ্নটি স্বামীর আর্থিক শ্রেষ্ঠত্বের সাথে জড়িত। স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণ কের থাকে; তাই সে কর্তৃত্ব দাবী করতে পারে। প্রত্যেক সমাজে অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতের উপর ভিত্তি করে শ্রেষ্ঠত্বের কর্তৃত্ব স্বীকৃত।[১৮]

বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। কোরানে নারী-পুরুষের আলাদা বৈশিষ্ট্যের আলোকে ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষের উপর নারীর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে।যেন উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।আল্লাহ বলেন, ‘‘আল্লাহ তোমাদের একজনকে অন্য জনের উপর যে প্রাধান্য দিয়েছেন, তার আকাঙ্ক্ষা তোমরা করো না। পুরুষরা যা উপার্জন করে তার মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে অংশ এবং নারীর জন্যও রয়েছে অংশ, যা তারা উপার্জন করে তা থেকে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ তালাশ কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।[১৯]

হাদিসে আছে, হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা:) বলেন, ‘‘নারীরা পুরুষদেরই অনুরূপ।’’[২০] বর্তমানে সমাজে নারীর প্রতি সঠিক আচরণের প্রচুর ঘাটতি দেখা যায়। নারী নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান চিত্র শঙ্কিত হওয়ার মতো। ইসলাম পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও ভালো-খারাপ নারীর সাথে আচরণের উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছে। রাসুল (সাঃ) বলেন, ‘‘তোমাদের মধ্যে তিনিই উত্তম, যিনি তার স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করেন।’’[২১]

সুতরাং বুঝা যায়, ইসলাম নারীর সাথে উত্তম ব্যবহার করার প্রতি জোর দেয়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘‘আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছে যাবে তখন হয়তো বিধি মোতাবেক তাদেরকে ছেড়ে দেবে। তবে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখো না। আর যে তা করবে সে তো নিজের প্রতি জুলুম করবে। আর তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে উপহাসরূপে গ্রহণ করো না।[২২]

৬.৪। নারীর ভরণপোষণ ও তার মোহরানা আদাইয়ে ইসলামের নীতি

ইসলাম নারীর জীবনের নিরাপত্তাস্বরূপ তার জীবিকার জন্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নির্ধারণ করেছে। ইসলামে স্বামী তার স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে বাধ্য। যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান। হাদিসে স্ত্রীকে ভরণপোষণে অক্ষমদের বিয়ে করতে অনুৎসাহিত করে যৌন চাহিদাকে অবদমিত রাখতে রোযা রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।[২৩]

ইসলামের বিধি মতে যদি স্ত্রী অবাধ্য হয় এবং ঘর সংসার করা তার সাথে কোনভাবেই সম্ভব না হয়, তখন কোরানের নির্দেশ হচ্ছে, দয়া ও অনুগ্রহের সাথে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করে তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

নারীর মোহরানা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। ইসলাম নারীর নিরাপত্তা ও সম্মানের জন্য মোহরানা ফরজ করেছে এবং সামর্থ্যনুযায়ী মোহরানা নির্ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছে। তবে এ বিষয়ে চাপাচাপি উচিৎ নয়। রাসুল (সা:) ইরশাদ করেন, ‘‘যে বিয়েতে মোহরানা সহজ করা হয় সে বিয়ে সবচেয়ে বেশি বরকতময় হয়।’’[২৪] ভরণপোষণ এবং তালাকের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ‘‘তোমাদের কোন অপরাধ নেই যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এমন অবস্থায় যে, তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করনি কিংবা তাদের জন্য কোনো মোহরানা নির্ধারণ করনি। আর উত্তমভাবে তাদেরকে ভোগ-উপকরণ দিয়ে দাও, ধনীর উপর তার সাধ্যানুসারে এবং অভাবগ্রস্তদের উপর তার সামর্থ্যনুযায়ী। সৎ কর্মশীলদের উপর এটি আবশ্যক।

আর যদি তোমরা তাদেরকে তালাক দাও, তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে এবং তাদের জন্য কিছু মোহর নির্ধারণ করে থাক, তাহলে যা নির্ধারণ করেছে, তার অর্ধেক দিয়ে দাও। তবে স্ত্রী যদি মাফ করে দেয়, কিংবা যার হাতে বিবাহের বন্ধন সে যদি মাফ করে দেয়। আর তোমাদের মাফ করে দেওয়া তাকওয়ার অধিক নিকটতর। আর তোমরা পরস্পরের অনুগ্রহ ভুলে যেয়োনা। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।’’[২৫]

বর্তমানে আমাদের সমাজে বেশিরভাগ বিয়েতে মোহরানা বেশি নির্ধারণ করে এবং বিয়ের সময় কিছু নগদ পরিশোধ করে, অবশিষ্টগুলো বাকী রাখা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এসব করা হয় বড়ত্ব ও সম্মানের মনে করে। অনেক স্বামী এই বাকি মোহরানার ব্যাপারে একবারে উদাসীন থাকে এবং মনে করে এসব আদায় করা তার উপর বাধ্যতামুলক নয়। যদি এমন হয় তাহলে ঐ বিয়ে ইসলামের আলোকে অবৈধ হিসেবে গণ্য হবে এবং সহবাসসমূহ যিনার অন্তর্ভুক্ত হবে। এটি নারীর অধিকারের সাথে প্রতারণার শামিল।

৬.৫। তালাক সম্পর্কে ইসলামের বিধান

যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌছে যে তালাক অনিবার্য হয়ে পড়ে। তখন ইসলাম তালাকের অনুমোদন দেয় তবে তা হতে হবে উত্তম উপায়ে।আল্লাহ বলেন, ‘‘হে নবী, (বলুন) তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে, তখন তাদের ইদ্দত অনুসারে তাদের তালাক দাও এবং ইদ্দত হিসাব করে রাখবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা তাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও বাড়ি ত্যাগ করবেনা। যদি না তারা কোন স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। আর যে আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখাসমূহ অতিক্রম করে সে অবশ্যই তার নিজের উপর জুলুম করে। তুমি জান না, হয়তো এরপর আল্লাহ কোন পথ তৈরি করে দিবেন।

অতঃপর যখন তারা তাদের ইদ্দতের শেষ করবে, তখন তোমরা তাদের ন্যায়ানুগ পন্থায় রেখে দেবে অথবা ন্যায়ানুগ পন্থায় তাদের পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ দুইজনকে স্বাক্ষী বানাবে। আর আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে। তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে এটি দ্বারা তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন।’’ অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘‘তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে তোমরা বসবাস কর সেখানে তাদেরকেও বাস করতে দাও, তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য কষ্ট দিও না। আর তারা গর্ভবর্তী হলে তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য তোমরা ব্যয় কর, আর তারা তোমাদের জন্য সন্তানকে দুধ পান করালে তাদের পাওনা তাদেরকে দিয়ে দাও এবং (সন্তানের কল্যাণের জন্য) সঙ্গতভাবে

তোমরা পরস্পর পরামর্শ কর। আর যদি তোমরা পরস্পর কঠোর হও তবে পিতার পক্ষে অন্য কোন নারী দুধ পান করাবে।''[২৬]

আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, ইসলামে বিচ্ছেদের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলাম পুরুষদেরকে তালাকের ক্ষমতা দিয়েছেন, সাথে নারীদেরকে প্রয়োজনে 'খোলা' এর মাধ্যমে স্বামী থেকে মুক্তি বা বিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা রেখেছেন। অর্থাৎ কোন নারী যদি স্বামীর সাথে সংসার করতে অনিচ্ছুক হয়, তবে তিনি টাকা পয়সা ইত্যাদির বিনিময়ে স্বামীকে বশ করিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। আর রাসুল (সা:) নারীদের নিরাপত্তার জন্য তালাককে ''আবগজুল হালা'' বা নিকৃষ্ট বৈধ বলে অভিহিত করেন এবং পুরুষদেরকে তালাকের প্রতি নিরুৎসাহিত করেন।[২৭] বিশেষ করে একবাক্যে পরিপূর্ণ তালাক দেওয়ার পরিবর্তে প্রয়োজনে 'তালাকে রাজয়ী এর আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেন। 'রজয়ী তালাক একটি করে তিন ধাপে তিনটি দেওয়া যায়। এই তালাক ৩টি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী হিসেবে থাকবে। এখান থেকে প্রত্যাবর্তনও করা যায়।

ইসলাম ঋতুস্রাবকালীন সময়ে তালাক দিতে নিষেধ করে। যেহেতু তখন স্বাভাবিকভাবে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মনে কিছুটা হলেও অনীহা আসতে পারে এবং এর বশবর্তী হয়ে যেন স্বামী স্ত্রীকে তালাক না দেয়। আর পবিত্র অবস্থায় স্ত্রীর প্রতি স্বামীরা অনুরক্ত থাকে, যেহেতু তখন যৌনসঙ্গম করে থাকে। এখানেও ইসলাম নারীদের রক্ষার খুবই সূক্ষ্ম পদ্ধতি গ্রহণ করে। ইসলামে বিবাহ বিচ্ছেদের পর একজন মহিলা ইদ্দতকাল পূর্ণ করার পর পুনরায় বিয়ে করতে পারে। এতে কোন নিষেধ নেই।

৬.৬। নারীর ক্ষমতায়নে সম্পদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা ও উত্তরাধিকার সম্পত্তির অধিকার

বর্তমান বিশ্বে নারীরা অবহেলিত। তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত।নারীর অর্থনৈতিক জীবনের নিশ্চয়তা নারীর ক্ষমতায়নকে শক্তিশালী করে। ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাস্বরূপ বিভিন্ন ধরণের অধিকার ও মালিকানার স্বীকৃতি দেয়। ইসলাম নারীর জন্য উত্তরাধিকারী সম্পত্তির অংশ নির্ধারণ করেছে এবং ইসলামে নারীরা সম্পদের মালিক হতে পারে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত পারস্পরিক অধিকার সৃষ্টি হয়। নারীরা মা-বাবা, ভাই-বোনের সম্পত্তির ও উত্তরাধিকার হয়। ইসলামী পরিভাষায় এ সম্পর্কিত বিষয়কে 'ইলমুল ফরায়েজ'বলা হয়। ইসলামে সম্পত্তির ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সম্পত্তিতে সন্তান ও স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রী ওয়ারিশসূত্রে ভাগ পায়। এভাবে ছেলেদের সম্পত্তিতে মা-বাবা ও স্ত্রীর সম্পত্তিতে স্বামীও উত্তরাধিকারী হয়। সাধারণত স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান থাকলে $\frac{1}{8}$ অংশ পায় এবং সন্তান না থাকলে $\frac{1}{4}$ অংশের মালিক হয়। আল্লাহ বলেন, ''পুরুষের জন্য মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে নির্ধারিত হারে একটি অংশ।''[২৮]

৬.৭। জীবনের বিভিন্ন অবস্থার আলোকে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নে ইসলাম

ইসলামের বিধানগুলোকে নারীর বিভিন্ন অবস্থানের প্রেক্ষিতে আলোচনা করা যায়। যেমন: পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক। ইসলামে নারীর পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অধিকার ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন স্বীকৃত। পারিবারিক জীবনে নারীকে তিন অবস্থায় পাওয়া যায়। যথা: কন্যা, স্ত্রী এবং মা হিসেবে। ইসলাম সর্বাবস্থায় নারীকে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। যা নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নকে মজবুত করণে সহায়তা করে।

৬.৮। কন্যা হিসেবে নারীর প্রতি ইসলামের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি

প্রাক ইসলামী যুগে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণকে অশুভ মনে করা হতো এবং অনেক কন্যা শিশুকে জীবন্ত পুতে ফেলা হতো। আল্লাহ তাদের ভর্ৎসনা করে বলেন, ‘‘আর যখন তাদেরকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায়। সে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, সে দুঃখে সে সমাজ থেকে নিজেকে আত্মগোপন করতো। অপমান সত্ত্বেও কি একে রেখে দিবে না মাটিতে পুতে ফেলবে? জেনে রেখ তারা যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা খুবই মন্দ!’’[২৯] এটি ছিল স্পষ্ট নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা! আল্লাহ অন্যত্রে বলেন, ‘‘জীবন্ত গ্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হতো?’’[৩০] ইসলামে কন্যা সন্তানের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে।অথচ পুত্র সন্তান সম্পর্কে তেমনটি বলা হয়নি।হাদিসে কন্যা সন্তানকে জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাসুল (সা:) বলেছেন, ‘‘যে ব্যক্তিকে কন্যা সন্তান দানের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হল, সে যদি তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে তাহলে তারা সে ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।’’[৩১]

হাদিসে উত্তম আচরণ বলতে তাদের লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা দেয়া, বিয়ের ব্যবস্থা করা এবং তাদের সাথে ভালো আচরণ করাকে নির্দেশ করা হয়েছে। অপর হাদিসে রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ‘‘যে ব্যক্তি দুইজন কন্যা সন্তান লালন পালন করে, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে দুটি আঙ্গুলের মত একসাথে মিলেই উপস্থিত হব। রাসুল (সা:) আঙ্গুল দুটি মিলিয়ে দেখান।’’[৩২] অর্থাৎ কাছাকাছি অবস্থান বুঝানো হয়েছে।অন্য হাদিসে আছে, ‘‘কোন ব্যক্তির যদি একটি কন্যা সন্তান থাকে এবং সে তাকে হত্যা করেনি, কোন প্রকার অবহেলা করেনি এবং পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য দেয়নি, আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।’’[৩৩] রাসুল (সা:) নিজ কন্যা ফাতেমা (রা:) সম্পর্কে বলেছেন, ‘‘ফাতিমা আমার কলিজার টুকরা।’’[৩৪]

ইসলাম নারীর মতামতকে গুরুত্ব দেয়। বিয়ের ব্যাপারে কন্যার মতামতই মূখ্য হিসেবে গণ্য। রাসুল (সা:) কন্যার মতামত অপরিহার্য বলে ঘোষণা দেন। বস্তুত ইসলামে তার সম্মতি ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়। রাসুল (সা:) বলেন, ‘ছায়িবাহ’তথা বয়স্কা মহিলাকে তার মত ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না আর কুমারীকেও বিয়ে দেওয়া যাবে না যতক্ষণ না তার স্বেচ্ছানুমতি না পাওয়া যায়। আর তার নীরবতাই অনুমতি হিসাবে গণ্য হবে।[৩৫] এক্ষেত্রে কেউ তাকে জোর করে অনুমতি দিতে বাধ্য করতে পারবে না। ইসলামে নারীর নীরবতাকে সম্মতির লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নীরবতা অনুমতির লক্ষণ এটা যুক্তিসঙ্গত। কারণ, মেয়েরা এ ব্যাপারে লজ্জায় হয়তো সরাসরি বলতে চায় না, চুপ থাকে। আর যারা রাজি হবে না, তারা অবশ্যই না বলে দিবে এটা স্বাভাবিক। দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, অনেক বাবা-মা বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের মতকে প্রাধান্য দেয় না এবং এটার প্রয়োজনও মনে করে না। অনেক বিয়ে পাত্রীর অসম্মতিতে জোরপূর্বক দেওয়া হয়, যা ইসলাম কখনো সমর্থন করেনা। এটি স্পষ্ট মানবাধিকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর আঘাত। নারীর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া প্রমাণ করে ইসলাম নারীকে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা দেয়।

৬.৯। মা হিসেবে ইসলামে নারীর সম্মান ও মর্যাদা

সন্তানের উপর মায়ের অবদানকে ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। মানুষের জীবনে মা-বাবার অবদান অমূল্য। আল্লাহ বলেন, ‘‘আমি মানুষকে মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের সঙ্গে গর্ভে ধারণ করে এবং বেদনার সঙ্গে প্রসব করে।’’[৩৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘‘আর তোমার প্রভু আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করনা এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ কর। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ উচ্চারণ করিওনা (কষ্ট দিও না) এবং তাদেরকে ধমক দিওনা। আর তাদের সাথে সম্মান দিয়ে কথা বলবে। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়ার ডানা বিছিয়ে দাও এবং বল, হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন।’’[৩৭] মায়ের মর্যাদা এবং সম্মান সম্পর্কে রাসুল (সা:) যে অমীয় বাণীসমূহ ইরশাদ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে নারী জাতির জন্য সম্মান ও গৌরবের। রাসুল (সা:) বলেন, ‘‘নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর হারাম করেছেন মায়ের অবাধ্যতা, কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া, দানের ব্যাপারে নিজের হাত গুটিয়ে রাখা এবং অন্যের কাছ থেকে পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করা এবং তিনি অপছন্দ করেছেন গুজব ছড়ানো, অধিক প্রশ্ন করা এবং সম্পদ অপচয় করা।’’[৩৮] রাসুল (সা:) নারী জাতিকে সর্বোচ্চ সম্মানিত করেছেন। আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা:) কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, সবচেয়ে উত্তম ব্যবহারের উপযুক্ত কে? তিনি বললেন, তোমার মা, লোকটি আবারো জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? বললেন তোমার মা। লোকটি ফের জিজ্ঞেস করলেন, তারপ কে? বললেন, তোমার মা, চতুর্থবার জিজ্ঞেস করা হলে রাসুল বলেন,তোমার পিতা।’’[৩৯] অর্থাৎ তিনবার মায়ের কথা বলার পর চতুর্থবারে বাবার কথা বলেন। মহানবীর পবিত্র জবানীতে পাওয়া এ মর্যাদা নারীর জন্য বিশেষ প্রাপ্তি। রাসুল (সা:) বলেন, ‘‘জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে।’’[৪০]

৬.১০। স্ত্রী হিসেবে ইসলামে নারীর অধিকার

ইসলামের দৃষ্টিতে স্ত্রী হচ্ছে জীবনসঙ্গী, দাসী নয়, সম্পদ, সম্পত্তি নয়। তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। ইসলামে স্ত্রীদের যথাযথ মর্যাদা দান এবং তাদের অধিকারসমূহকে রক্ষার জন্য স্বামীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর। হাদিসে আছে ‘‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ করে।’’[৪১] এই হাদিসে স্ত্রীর মূল্যায়নের উপর স্বামীকে মুল্যায়ন করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কোরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ‘‘হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য স্ত্রীদেরকে জোরপূর্বক গ্রহণ করা বৈধ নয় ... আর তাদের সাথে উত্তমভাবে বসবাস কর ‘‘।[৪২]

রাসুল (সা:) বলেন, ‘‘তোমরা নারীদেরব্যাপারে সদুপদেশ গ্রহণ কর। কেননানারীদের পাজরের বাম হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে...।’’[৪৩] যেহেতু নারীর স্বভাবে একটু বাকা বৈশিষ্ট্য থাকে তাই এটিকে নমনীয়তার সাথে মোকাবেলার প্রতি ইসলাম পরামর্শ দেয়। ইমাম নববী রহ. বলেন, এই হাদিসে নারীদের সাথে নম্র ব্যবহার, তাদের প্রতি দয়া, তাদের চারিত্রিক ত্রুটি ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহারের উপর ধৈর্য ধারণ, তাদের জ্ঞান বুদ্ধির অপরিপক্কতার কারণে তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে সবর করা, অযাচিত তাদেরকে তালাক না দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৪৪]

ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম হাম্মুদাহ আবদালিতির বরাত দিয়ে বলেন, যৌক্তিক জীবন বিধান হিসেবে বিয়ে সম্পর্কে ইসলামের বিধানসমুহ যথেষ্ট বাস্তবসম্মত।এতে বিয়ে মানে শুধু একটি চুক্তি নয়, বরং একটি স্থায়ী বন্ধন।[৪৫]

ইসলাম নারীকে মানবিক মর্যাদা দান করেছে। রাসুল (সা:) বলেছেন, ‘‘নারীদের বিষয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ, আর আল্লাহর বাণীর দ্বারাই তোমরা তাদের হালাল করেছ। তাদের উপর অমানবিক আচরণ করনা।তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, উত্তম উপায়ে তোমরা তাদের ভরণপোষণ করবে ।’’[৪৬]

অন্য কোন ধর্মে স্ত্রীকে এতো মানবিক মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন করা হয়নি। ইসলাম স্ত্রীদেরকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ''তাদেরও (স্ত্রীদের) তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের (পুরুষের) উপর।''[৪৭] কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, ''তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পোশাকস্বরূপ এবং তোমরা তাদের পোশাক স্বরূপ।''[৪৮]

নবীজীর দাম্পত্য জীবন ছিল স্ত্রী-প্রেমের অনন্য উদাহরণ। তার আন্তরিকতাপূর্ণ আচার- ব্যবহারে উম্মেহাতুল মুমিনরা (রা) অভিভূত হতেন। তিনি তাদের সাথে একপাত্রে খেতেন এবং একই গ্লাস দিয়ে পানি পান করতেন।

হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, ''আমি ঋতুস্রাব অবস্থায় হাড়ের গোশত দাঁত দিয়ে ছিড়ে তা রাসুল (সা:) কে দিতাম, তিনি সেই জায়গায় মুখ লাগিয়ে খেতেন যে জায়গায় আমার মুখ লাগতো। আমি বাটি থেকে পানি পান করে রাসুলুল্লাহ (সা:) কে দিলে তিনি সে স্থানে মুখ রেখে পান করতেন। যেখানে আমি মুখ রেখে পান করতাম।''[৪৯] রাসুল (সা:) স্ত্রীদের বিনোদনের প্রতিও যত্নশীল ছিলেন। তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। এমনকি যুদ্ধের সময়ও রাসুল (সা:) স্ত্রীদের সাথে নিয়ে যেতেন। নারীদেরকে ছোট ও দুর্বল ভাবার কোনো অবকাশ নেই। হাদিসে আছে, বিধবা নারীদের সহযোগিতা করা, আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করার নামান্তর।''[৫০]

৬.১১। ইসলামে নারীর সামাজিক মর্যাদা

সমাজের অর্ধেক হচ্ছে নারী। নারী ছাড়া মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। প্রখ্যাত নারীবাদী লেখক সিমোন দ্য বাভোয়া তার রচিত 'The Second Sex' গ্রন্থে বলেন, নারীকে শুধুমাত্র তার জরায়ু বা প্রজনন ক্ষমতার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি।[৫১]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করা হয়ে থাকে।ইসলাম নারীকে দিয়েছে সামাজিক অধিকার, মর্যাদা ও সম্মান। সমাজে সাধারণত পুরুষের জন্য যেসব অধিকার স্বীকৃত, নারীকেও ইসলাম তা প্রদান করেছে। শিক্ষার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার, অর্থনৈতিকসহ নানা বৈধ অধিকার অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে দু'টি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমত: ইসলামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা অবৈধ। কারণ, এর ফলে যেনা, পারিবারিক কলহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, যৌনবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজের নৈতিক দিক কলুষিত হয়। দ্বিতীয়ত : পরিবারই হল নারীর মূল কর্মক্ষেত্র। পরিবার ব্যবস্থাপনাই হল তার প্রকৃত দায়িত্ব। সে আর যাই করুক, পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পর তার সুযোগ পাবেন, পরিবারকে অবহেলা করে নয়। সামাজিক অধিকারের মধ্যে নারীর শিক্ষালাভের অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৬.১২। নারীর জ্ঞানার্জনে ইসলামের উৎসাহ

ইসলামে নারী শিক্ষার সুযোগ সীমিত বলে নারীবাদীদের যে ডিসকোর্স প্রচলিত আছে তা সঠিক নয়। পবিত্র কোরআন মানুষকে জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহিত করে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে নির্দেশ দেয়। একবারের জন্যও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুরুষদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়নি। ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়কে জ্ঞানার্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় সভ্যতায় নারীদের শিক্ষালাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। রাসুল (সা:) বলেন, '' জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ।''[৫২]

মুহাম্মদ (সা:) নারী শিক্ষার প্রতি খুব বেশি উৎসাহিত করেন । হাদিসে আছে, ‘‘কারো অধীনে কোন দাসী থাকলে সে যদি তাকে জ্ঞান শেখায় ও শিষ্টাচার শিখিয়ে মুক্ত করে দেয় এবং বিয়ে করে, তবে সে দু'টি প্রতিদান লাভ করবে।’’[৫৩]

রাসুল (সা:) অজ্ঞতাকে সবচেয়ে বড় দারিদ্র্য বলেও ঘোষণা দেন। বুখারী শরীফে আছে কিছু জ্ঞানপিপাসু নারী একদা রাসুল (সা:) কে আরজ করলেন, আপনি জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য একদিন নির্ধারিত করুন। মহানবী তাদের আগ্রহ অনুযায়ী তাদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনকি তিনি প্রতিনিধির মাধ্যমেও নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগের নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য উদাহরণ রেখে গেছেন। হযরত আয়েশা (রা:) ছিলেন সবচেয়ে জ্ঞানী সাহাবীদের একজন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) এর পর তিনিই সবচেয়ে বেশি হাদিস রেওয়ায়ত করেন।

নারীর শিক্ষার প্রতি রাসুলের উদ্যোগ ও গুরুত্ব সম্পর্কে ড. কামার বানু বলেন, রাসুল (সাঃ) নারীদের শিক্ষাগ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করতেন এবং ধর্মীয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে তাদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিতেন।হযরত আয়েশা (রাঃ) এতো বেশি জ্ঞানী ছিলেন যে রাসুল (সাঃ) এর ইনতেকালের পর সাহাবিরা তার কাছে ধর্মসহ বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য যেতেন।[৫৪]

নারীরা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সচেতন হয় এবং এর মাধ্যমে নারীমুক্তি সম্ভব হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীদের অবদমিত রাখতে নারীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে চায়।

ইসলাম, জীবন ও মানুষ হিসেবে নিজের সুষ্ঠু বিকাশ এবং কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য নারীকে অবশ্যই জ্ঞানার্জন করতে হবে। কোরআন শুধু পুরুষদের জন্য অবতীর্ণ হয়নি।নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ ইত্যাদি শুধু পুরুষরা পালন করেনা।এসবের হুকুম-আহকাম শুধু পুরুষদের জানলে হবেনা।নারীরা কীভাবে এসব পালন করবে, তার বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা ইসলামে রয়েছে। নারী চিকিৎসকের, শিক্ষকের, প্রযুক্তিবিদের প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা।তবে ইসলাম প্রদত্ত সীমারেখা ও অনুশাসন মেনেই নারীর উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.১৩। ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতায়ন

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অংশগ্রহণ করে। ইসলামের সামাজ কাঠামো ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ‘বাইয়াত’এর মাধ্যমে সমর্থন নেওয়া হতো। এটা অনেকটা আজকের দিনের ভোটের মাধ্যমে সমর্থন দেওয়ার সাথে তুলনীয়। এটার কেবল আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে তা নয় বরং এর রাজনৈতিক তাৎপর্য অনেক বেশি। যেহেতু ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। রাসুল (সা.) যে বাইয়াত গ্রহণ করেন, নারীরাও তাতে শামিল ছিল। কোরআনের সুরায়ে মুমতাহিনায় হুদায়বিয়ার সন্ধির কথা স্পষ্ট রয়েছে। এখানে বাইয়াতের সম্পর্কে বলা হয়েছে। রাসুল (সা.) হিজরতের পূর্বে ‘আকাবা’ নামক স্থানে ও আনুগত্যের বাইয়াত বা অঙ্গীকার নিয়েছিলেন।

আল্লামা মুফতি শফী (রহ:) বলেন ‘‘মক্কা বিজয়ের দিন রাসুল (সা.) পুরুষদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ শেষ করে সাফা পর্বতের উপর নারীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে হযরত উমর (রা:) নবীজী (সা.) এর বাক্যসমুহ নিচে সমবেত মহিলাদের কাছে পৌঁছে দিতেন।’’[৫৫]

ইসলাম রাজনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতায়নে অনেক আগে থেকেই সচেষ্ট ছিল। রাসুল (সা.) এর মৃত্যুর পর খলিফা নির্বাচনকালে নারীদের মতামত নেওয়া হয়েছিল। এখান থেকে নারীদের ভোটাধিকারের উপর ইসলামের গুরুতারোপের প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ আধুনিক বিশ্ব নারীর ভোটাধিকার দানে অনেক বেশী

দেরী করেছে। সর্বপ্রথম ১৮৯৩ সালে নিউজিল্যান্ডে নারীরা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার লাভ করে। ১৮৯৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নিউজিল্যান্ডের গভর্নর লর্ড গ্লাসগো Electoral Act 1893 এ স্বাক্ষর করেন।[৫৬]

ইসলামে নারীর যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার প্রমাণও যথেষ্ট রয়েছে। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক (রাঃ) বলেন, খায়বরের যুদ্ধে রাসুল (সা:) এর সাথে অনেক মুসলিম নারী সাহাবী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ওহুদ ও ইয়ামামা যুদ্ধে উম্মে আম্মার (রা:) এর সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদান সবাইকে মুগ্ধ করেছিল।[৫৭]

অধিকার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। ক্ষমতা ছাড়া কেউ কোন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে না। নারীর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মানে সমাজ এবং রাষ্ট্র এগিয়ে যাওয়া। সন্তানরা প্রথম যা শিখেন মায়ের কাছ থেকেই শিখেন। নারীকে এগিয়ে নিতে হলে তাদের ক্ষমতায়নের বিকল্প নেই।

নারীর ক্ষমতায়ন হলো নারীর অধীনতার কাঠামোগুলো যেমন আইন, উত্তরাধিকারের অধিকার, নারীর শরীর ও শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির রুপান্তর।[৫৮] বলা যায়, ইসলাম নারীকে তার জীবনের সঠিক বিকাশের জন্য সবধরনের যৌক্তিক অধিকার দিয়েছে।

৬.১৪। নারীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অবদান

অর্থনৈতিক সামর্থ্য ছাড়া ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি অবহেলা লক্ষণীয়। আকবর আলী খান তার বই ‘পরার্থপরতার অর্থনীতি’র একটি অংশের নামকরণ করেছেন 'লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের অর্থনীতি' নামে। এখানে তিনি নারীদের অর্থনৈতিক বিষয়ে পিছিয়ে থাকার কারণ, আধুনিক বিশ্বে তাদের প্রতি উদাসীনতা এবং বৈষম্য বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন।

জীববিজ্ঞানীদের তত্ত্ব অনুষারে, পুরুষদের শোষণের ভিত্তি মনস্তাত্ত্বিক বা আদর্শিক নয়। বরং জৈব তাড়নাই এক্ষেত্রে দায়ী। অন্য জন্তুর তুলনায় মানব সন্তানদের পিতামাতার উপর লম্বা সময় নির্ভরশীল থাকতে হয়। জৈব তাড়নার ফলে পুরুষ নারীতে আসক্ত। নারীর ত্যাগ ছাড়া মানুষ্য প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেত।

লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুধু সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্যই দরকার নয়। অবহেলিত নারীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর্থিক কর্মকাণ্ডে নারীরা পুরুষদের তুলনায় বেশি সৃজনশীল ও দায়িত্ববান। উন্নয়নশীল দেশসমূহে নারীর উন্নয়ন সামগ্রিক উন্নয়নকে সহজ করে।[৫৯]

নারীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা এবং অধিকারের তাৎপর্য বুঝতে ইংল্যান্ডের মতো দেশের ও অনেক দেরী হয়ে যায়। ১৮৮২ সালের 'Married Women's Property Act 1882' এর পূর্বে বৃটিশ আইনে নারীর সম্পত্তিতে কোন অধিকার ছিল না। এর তেরশত বছর পূর্বে ইসলাম নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার ও মালিকানার স্বীকৃতি দেয় দ্ব্যর্থহীনভাবে। নারীর অর্জনের মধ্যে উপার্জন, উত্তরাধিকার, দেনমোহর অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে নারীর মালিকানা হস্তান্তরের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। ইসলাম নারীর ক্ষমতায়নে ব্যবসার অধিকারও দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, ‘‘আমি ব্যবসাকে হালাল করেছি আর সুদকে করেছি হারাম।’’[৬০] আয়াতে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে এবং ব্যবসার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। হাদিসে ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীদের ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটিরশিল্প এবং কৃষিপণ্যের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের প্রমাণ রয়েছে। রাসুল (সা:) এর প্রথম স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা:) একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। এরকম অনেক মহিলা স্বামীর ব্যবসায় জড়িত থাকার কথা হাদিসে এসেছে।

ইসলামী শরীয়াহ মতে নারী তার দৈহিক সামর্থ্যনুযায়ী কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া যে কোন বৈধ কাজ করতে পারেন। হাদিসে আছে, হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রা:) কুটির শিল্পে পারদর্শী ছিলেন। তিনি চামড়া পাকা করার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। এ কাজে যে অর্থ উপার্জিত হতো তা তিনি আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন।[৬১]

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসে আমরা নারীর শিশুদেরকে দুগ্ধপান করার প্রমাণ দেখতে পায়। স্বয়ং নবীজী শিশুকালে হযরত হালিমা সাদিয়া (রা:) এর দুগ্ধ পান করেন। এর বিনিময়ে তারা অর্থ উপার্জন করত। এটাকে এক ধরনের চাকরি বলা যায়। যে মহিলার জীবন নির্বাহ করার মতো কোন সম্পদ নেই। যদি তিনি উপার্জন না করেন, তাহলে তাকে অবশ্যই মানুষের কাছে হাত পাততে হবে। ইসলামে যা খুবই নিকৃষ্ট কাজ। এমতাবস্থায় ইসলাম তাকে দরিদ্র অবস্থায় রাখার পক্ষে না। এ সমস্ত বিধবা মহিলাদের কাছে সমাজের অসাধু পুরুষেরা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে বেশি।

অনেকের ধারণা, ইসলামে নারীদেরকে অর্থনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়নি এবং নারীদের চাকরি করা হারাম; অথচ তার মাথার টুপির দিকে থাকালে দেখি, এটি কোন গরীব ঘরের মেয়ের অসাধারণ নৈপূণ্যতায় তৈরী। জুব্বা আর লুঙ্গির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখি, এগুলো কোনো না কোনো অভাবী কর্মঠ মহিলার ঘাম ঝরানো পরিশ্রমের ফসল। যখন তার খাবারের দিকে তাকায়, তাহলে দেখি এই খাবার তার বাসার কাজের মেয়ের সহযোগিতায় তৈরী। নারীর জন্য পর্দা রক্ষা করে শিক্ষকতা, ডাক্তারীর মতো উপযোগী যেসব পেশায় শালীনতা, মর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা রক্ষা করে দায়িত্ব পালন করা যায় এমন সব পেশার অনুমোদন ইসলাম দিয়েছে। তবে ব্যবসা, চাকরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবশ্যই ইসলামী বিধানের সীমারেখা অতিক্রম করা যাবেনা। ইসলাম মুলত নির্দিষ্ট নীতির আলোকে নারীর কর্মের অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে এবং নারীর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে শর্তারোপ করে।[৬২]

ইসলামে অর্থনেতিক অধিকার ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আরো কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, মোহরানা এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তির মালিকানা ইসলাম নারীদের জন্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান অনুযায়ী মোহরানা নির্ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছে এবং মোহরানা আদায় স্বামীর উপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইসলাম উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারীকে মা-বাবা, স্বামী, ছেলে-মেয়ে, শর্তসাপেক্ষে ভাই- বোনের সম্পত্তিতে যৌক্তিক অংশের অধিকারী করেছে। এছাড়াও মানুষ হিসেবে নারীর যেসব অধিকার থাকা প্রয়োজন ইসলাম বাস্তবসম্মত বিধান দিয়ে নারীদের সম্মানিত করেছে। যার ফলে তাদের মধ্যে ক্ষমতায়ন ঘটেছে।

৭। ইসলামী বিধানের উপর নারীবাদীদের অভিযোগ ও তার পর্যালোচনা

নারী সম্পর্কিত কয়েকটি বিধান নিয়ে নারীবাদীরা ইসলামের সমালোচনা করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বহুবিবাহ ও পর্দাপ্রথা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। ইসলাম এসব বিষয়ে নারীদেরকে যথাযথ ও যৌক্তিক বিধান দিয়েছে। কিন্তু না বুঝে অথবা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে এরা ইসলামের বিধানসমুহকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে থাকে। এসব অভিযোগ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এসব অভিযোগের যৌক্তিক জবাব ইসলামে রয়েছে।

৭.১। উত্তরাধিকার সম্পত্তির বণ্ঠন সম্পর্কিত অভিযোগ ও ইসলামী পর্যালোচনা

সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্ঠন ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামে উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনকে ‘ফরায়েজ শাস্ত্র’ বলে। যা খুবই বাস্তবসম্মত, যৌক্তিক। ইসলাম পুঁজিবাদের মতো ধনসম্পদ

গুটি কয়েকজনের হাতে কুক্ষিগত করে রাখার অনুমোদন দেয় না। ইসলামের মৃত ব্যক্তির সম্পদের বণ্ঠন ব্যবস্থা প্রশংসনীয়। কোন সভ্যতা ও ধর্ম নারীদেরকে উত্তরাধিকারি সম্পত্তিতে নারীকে অংশীদার মনে করেনা বরং নারীদেরকে সম্পত্তির মতো মনে করে। কিন্তু ইসলাম নারীকে, মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন ইত্যাদির সম্পত্তিতে অংশীদার করেছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, ‘‘পুরুষের জন্য যেই সম্পদের অধিকার রয়েছে যা মাতা-পিতা ও নিকট আত্মীয়রা রেখে গেছেন এবং নারীদের জন্য ও সেই সম্পদের অংশ রয়েছে যা তার পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়রা রেখে গেছেন। আর তার এই অংশ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত রয়েছে’’[৬৩]

অভিযোগ রয়েছে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে ইসলাম কন্যার জন্য পুরুষের অর্ধেক নির্ধারণ করে বৈষম্য করেছে। আপাত দৃষ্টিতে বিষয়টি আপত্তিকর মনে হচ্ছে। তবে ইসলাম মূলত দায়-দায়িত্বের উপর ভিত্তি করে সম্পত্তি বণ্টনের হুকুম দেয়। ইসলাম নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য ও জীবন প্রকৃতির আলোকে তাদেরকে আলাদা-আলাদা দায়িত্ব অর্পণ করেছে। মাতা-পিতা, স্ত্রী সন্তানদের যাবতীয় ভরণপোষণ থেকে শুরু করে সংসারের যাবতীয় খরচের ভার পুরুষের কাধে দিয়েছে। অপর দিকে নারীর উপর ইসলাম কোন দায়িত্ব প্রদান করেনি। অধিকন্তু নিজের খরচের চিন্তা তার নেই। ইসলামী বিধান অনুসারে নারীর ভরণপোষনের দায়িত্ব বিবাহের পূর্বে পর্যন্ত পিতার, বিবাহের পর স্বামীর এবং বার্ধক্যে ছেলের। এটা তার উপর পুরুষের করুণা নয় বরং দায়িত্ব। ইসলাম নারীদেরকে নিরাপত্তা বিধান ও সম্মানের বিবেচনায় এই বিধি নির্ধারণ করে। যদি নারী একেবারে নিঃস্ব হয় বা অভাবী বিধবা হয় তবে তার দায়িত্ব ইসলাম রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করে।

অতএব দেখা যাচ্ছে নারী অর্ধেক সম্পত্তি পেলেও সব তার কাছে থাকছে। আবার বিয়ের পরও সে স্বামীর সম্পত্তির অংশীদার হয়। সমাজ এবং রাষ্ট্র তাদের এ অধিকার নিশ্চিত করতে ব্যার্থ হচ্ছে। গবেষণায় দেখা যায়, মুসলিম সমাজে একজন পুরুষের উপর স্ত্রী, সন্তান, মা-বাবার ভরণপোষোণের দায়িত্ব রয়েছে কিন্তু একজন নারীর আয়ের সব তার জন্য রিজার্ভ থাকে। এখান থেকে পরিবারের জন্য খরচ করাটা সম্পুর্ণ তার এখতিয়ারের মধ্যে থাকে।[৬৪]

৭.২। বহুবিবাহ সংক্রান্ত অভিযোগ ও ইসলামী পর্যালোচনা

অনেকে অভিযোগ করে যে, ইসলাম বহুবিবাহের অনুমতি দিয়ে নারীর সম্মানহানি করেছে। ইসলামই শুধু বহুবিবাহের সম্মতি দেয়নি বরং প্রায় প্রতিটি ধর্মই বহুবিবাহের স্বীকৃতি দেয়। ইসলাম বহুবিবাহের প্রচলন করেনি বরং আগে থেকেই বহু প্রচলিত এই ব্যবস্থার মধ্যে সংস্কার করে সংখ্যাকে চারের মধ্যে সীমিত করেছে এবং একাধিক স্ত্রী গ্রহণকে কঠোর শর্তের অধীন করে দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, ‘‘যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না, তাহলে একটি বিয়ে কর।’’[৬৫] হাদিসে আছে, ‘‘যে ব্যক্তির দুইজন স্ত্রী রয়েছে, সে যদি এদের মধ্যে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ করতে না পারে, তবে হাশরের ময়দানে তাকে এমনভাবে উঠানো হবে তার শরীরের একপার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে।’’[৬৬]

বস্তুত এটি অনেক কঠিন শর্ত। বাস্তবতার নিরিখে চিন্তা করলে দেখা যায়, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিভিন্ন দূর্ঘটনা, ট্রাজেডি ইত্যাদিতে তুলনামূলকভাবে পুরুষরা বেশি মৃত্যুবরণ করে থাকে। ফলে অনেক নারী বিধবা হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। অধিকন্তু সাধারণত নারীদের গড় আয়ু পুরুষদের চেয়ে বেশি লক্ষণীয় এবং আনুপাতিকভাবে নারীর সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশি। এমতাবস্থায় একাধিক স্ত্রীর অনুমতি না থাকলে অনেক নারী স্বামীহীন থাকার ঝুঁকি থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, রাসুল (সা:) এর এগারজন স্ত্রী ছিলেন।

এবাং এটা শুধুমাত্র রাসুল (সা:) এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। রাসুল (সা:) কখনো যৌন তাড়নার বশবর্তী হয়ে একাধিক স্ত্রী বিয়ে করেননি, বরং প্রতিটি বিয়ের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি হয়তো যুদ্ধে নিহত স্বামীর বিধবা মহিলাকে আশ্রয় দিতে, অথবা ইসলামের কল্যাণের দিককে প্রাধান্য দিয়ে একাধিক বিয়ে করেছেন। যেটি ছির্ল মানবতা ও দ্বীনের প্রয়োজনীয়তার নিমিত্তে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিপুল সংখ্যক পুরুষ মারা যাওয়ায় নারীর সংখ্যাধিক্য সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৪৮ সালে মিউনিখে এক বিশ্ব সম্মেলনে ইসলামের বহুবিবাহ প্রথা প্রস্তাব আকারে গৃহীত হয়।[৬৭]

নারীবাদী, পশ্চিমা সভ্যতা ও তার অনুসারিরা ইসলামের বহুবিবাহের সমর্থনকে সমালোচনা করলেও একসাথে একাধিক স্ত্রী না রাখলেও প্রতি বছর স্ত্রী পাল্টাতে এবং পরনারীর সাথে লিভটুগেদার করতে তাদের বিবেকে বাধা দেয়না।এক গবেষক মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, পশ্চিমা সমাজে একজন পুরুষ একই সাথে দুইজন স্ত্রী রাখতে পারে না, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে দশজন স্ত্রী পাল্টাতে কেউ নিষেধ করতে পারে না।[৬৮]

পশ্চিমা দেশে পুরুষরা একসাথে একাধিক বান্ধবী রাখে এবং বিয়ে ছাড়া তাদের সাথে মেলামেশা ও যৌনসঙ্গম করে। নৈতিক অধঃপতন তাদেরকে গ্রাস করে ফেলে। নারীদের এরকম বান্ধবী হিসেবে থাকার চেয়ে স্ত্রী হিসেবে থাকা বেশি সম্মানের, নিরাপত্তার এবং মর্যাদার। বহুবিবাহ মানবসমাজের ইতিহাসে এক সামাজিক বাস্তবতা বলে অনেক লেখক স্বীকার করেন।[৬৯]

ইসলামে বহুবিবাহ সম্পর্কে ড. কামার বানুর মন্তব্য করে বলেন, ইসলামে এক স্ত্রী রাখা হলো স্বাভাবিক নিয়ম আর বহুপত্নী রাখা ব্যতিক্রম; সুনির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত।মুলত, ইসলামে বিবাহবহির্ভুত যৌন সম্পর্ককে নিরুতসাহিত করার উপায় হিসেবে বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[৭০]

৭.৩। পর্দা নিয়ে অভিযোগ এবং ইসলামী ব্যাখ্যা

পর্দা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। পর্দা নিয়ে অনেক নারীবাদী ও ইসলাম বিদ্বেষী ইসলামের সমালোচনা করে থাকেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, পর্দার বিধান নারীর অধিকারকে সংকুচিত করে। ইসলামে পর্দা শুধু নারীদের জন্য বাধ্যতামূলক নয় বরং কোরআনে নারীর আগে পুরুষকে পর্দা পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে উভয়ের পর্দার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কোরআনে প্রথমে পুরুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা তাদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ব্যাভিচার থেকে বিরত থাকতে। তারপর এই নির্দেশ নারীকে দেওয়া হয়েছে।[৭১] রাসুল (সা:) পুরুষদের সতর্ক করে বলেন, যদি কোন নারীর প্রতি অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টি পড়ে তবে দ্বিতীয়বার যেন দৃষ্টি না দেয়।''[৭২]

কোরআনে পুরুষদের অনুমতি ছাড়া কারো বাড়িতে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে।পর্দা সংক্রান্ত আয়াত এবং হাদিসসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে বুঝা যায়, ইসলামে পর্দার বিধানটি মূলত অন্যান্য হিকমতের পাশাপাশি নারীর মর্যাদা, সমাজিক কল্যাণ রক্ষার জন্যই দেওয়া হয়েছে। নারী-পুরুষের পবিত্রতা রক্ষার সহজ ও কার্যকর উপায় হল পর্দা ব্যবস্থা।আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৭৩]

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন, ''(হে নবী) মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ছাড়া নিজেদের আবরণ প্রদর্শন না করে।[৭৪] পর্দার উপকার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ''এই বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।[৭৫] সুতরাং সমাজকে পবিত্র ও বেহায়াপনা থেকে মুক্ত রাখতে

বিশেষ করে সমাজের যুবক ও তরুণ প্রজন্মের নৈতিকতা রক্ষা ও নারী জাতির নিরাপত্তার জন্য পর্দার বিধানের পূর্ণ অনুসরণ প্রয়োজন। ইসলামে নারীর ঘরের বাইরে যাওয়া, চলাফেরায় বাধা নেই বরং পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা ও মাখামাখিকেই ইসলাম নিষেধ করে। হযরত খাদিজা (রা:) রাসুলের (সা:) জন্য হেরা গুহায় খাবার নিয়ে যেতেন। রাসুলে (সা:) সফরে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করে একজন স্ত্রীকে সফরসঙ্গী হিসেবে নিয়ে যেতেন।

ইসলামে নারীকে ঘরে বন্দী করে রাখতে পর্দার হুকুম দেয়নি। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নারীরা মসজিদে যেতেন, ঈদগাহে গিয়ে নামায আদায় করতেন। হজ্ব-ওমরা পালনের জন্য নারীরা মক্কায় যেতেন। নারীর শারিরিক আকৃতিতে প্রবল আকর্ষণ শক্তি রয়েছে। তাদের সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। পর্দা নারীর সহজলভ্য হবার পথে অন্তরায়। তাই ইসলামে পর্দার প্রতি বেশি বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

তারপরও পশ্চিমারা পর্দা প্রথার সমালোচনা করে থাকে। মুহাম্মদ আলাউদ্দীন তার প্রবন্ধে লিখেন, Orientalism গ্রন্থে এডওয়ার্ড সাইদ এবং পশ্চিমা লেখকরা প্রাচ্যের মুসলিম নারীদের পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের গণ্ডিতে বিবেচনা করেছে। পশ্চিমারা পর্দা এবং নারী সম্পর্কে একপাক্ষিক মনগড়া ব্যাখ্যা দেয় এবং পর্দা ব্যবস্থার বিপরীতে অবস্থান নেয়। প্রাচ্যবাদী ডিসকোর্স বিদ্বেষমূলকভাবে পশ্চিমা সংস্কৃতির বিপরীতে দমনমূলক ও মৌলবাদী ধর্মের আদলে ইসলাম এবং মুসলিম নারীকে নির্মাণ করেছে।''[৭৬]

বহু অমুসলিম লেখক ও পণ্ডিত ব্যক্তি নারী অধিকার বিষয়ে ইসলামের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। নোভাকের মতে, ইসলাম নারীকে সবদিক দিয়ে পুরুষদের সমান মনে করেনা ঠিক; তবে ইসলাম অন্যান্য ধর্মের তুলনায় অনেক বেশি মানবিক। ইসলামে স্বামী মারা গেলে হিন্দু ধর্মের মতো স্ত্রীকে সহমরণে যেতে হয়না। উনবিংশ শতাব্দীতেও হিন্দু ধর্মে এই বিধান চালু ছিল। হিন্দু ধর্ম মতে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ। অথচ ইসলাম বিধবা মহিলাকে বিবাহ করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে।ইসলামী বিধান মতে একজন মুসলিম নারী ইচ্ছে করলে তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে এবং বিধবা নারী প্রয়োজনে পুনরায় বিবাহ করতে পারে। ইসলামে মায়ের সম্মান এবং মর্যাদাকে বড় করা হয়েছে।[৭৭]

৮। উপসংহার

ইসলামের আবির্ভাবকালে অন্ধকার যুগে নারীর অবস্থান ছিল শোচনীয়। নারী ছিল পুরুষের ভোগ্যপণ্য স্বরূপ। তাদেরকে সম্পত্তি মনে করা হতো। ঠিক সেসময়ে ইসলাম নারীর অধিকার ও মর্যাদার উন্নয়নকল্পে বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক বিধান জারি কের এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। ইসলামে নারী-পুরুষের বৈষম্যের সুযোগ নেই। কোরআন-হাদিসে প্রায় সবক্ষেত্রে তাদেরকে সমদৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। তবে তাদের বৈশিষ্ট্যানুসারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সঙ্গতভাবে তাদেরকে ভিন্ন নির্দেশনা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু ইসলামের বিধানের ভুল ব্যাখ্যা, অথবা স্বচ্ছ ধারণা না থাকার কারণে নারী অধিকার ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ইসলামের ভুমিকার উপর প্রশ্ন দেখা দেয়।নারী সম্পর্কিত ইসলামের বিধানসমুহের প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং এর যৌক্তিকতা এই গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ এলিটরাও নারীদেরকে অবধমিত করে রাখতে ইসলামী বিধানের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।গবেষকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, অনেক আধুনিক মুসলিম পুরুষের জন্য নারীর অধিকার বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তার কারণ ইসলামী নীতি নয়; বরং উক্ত অধিকারগুলো পুরুষ অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী হওয়া।[৭৮]

পশ্চিমা সভ্যতা নারীকে অনেক কিছু দেওয়ার চেষ্টা করেছে; কিন্তু তার স্বভাব-প্রকৃতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় সংকটের মাত্রা আরো বৃদ্ধি হয়েছে। পশ্চিমারা নারীর প্রতি বৈষম্য কমাতে ব্যর্থ হয়েছে। পৃথিবীর কোথাও নারীরা পুরুষদের সমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এক প্রতিবেদনে দেখা যায় , বিশ্বে সুইডেনে নারীদের অবস্থান সবচেয়ে উপরে থাকা সত্ত্বেও নারীরা এখানে উন্নয়নের দিক থেকে পুরুষদের তুলনায় প্রায় ৯ শতাংশ পিছিয়ে। মূলত লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের সমস্যা ব্যাপক ও জটিল। অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় , আইন করেও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দুরীভুত করা সম্ভব হয়নি।[৭৯]

ইসলাম নারীকে যথাযথ অধিকার দিয়েছে, প্রতিষ্ঠা করেছে তার মর্যাদা, ঘটিয়েছে তার ক্ষমতায়ন। ইসলামী শরীয়াহ এর আলোকে এই গবেষণায় বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে এবং ইসলামের বিধানানুষারে নারীর অধিকার প্রতিষ্টায় প্রতিবন্ধকতাসমুহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।সরকারী নীতি নির্ধারক, নারী অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থা এবং গবেষকগণ এই প্রবন্ধ থেকে সহযোগীতা নিতে পারবে। কুসংস্কার, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, অজ্ঞতা, অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং যুক্তিহীন সামাজিক রীতি-নীতি ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন নারীদের প্রতি ইতিবাচক উদার দৃষ্টিভঙ্গি, নারীদের সচেতনতা, সামাজিক কুসংস্কার দূরীভূতকরণ, গণমাধ্যম, আলেম সমাজ, সুশীল সমাজ ও রাজনৈতিক নেতাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সরকারের কার্যকর ভূমিকা।

তথ্যসুত্র

1. হাশমি, তাজুল ইসলাম, Women and Islam in Bangladesh: Beyond Subjection and Tyranny, (লন্ডন, ম্যাকমিলান প্রেস লিমিটেড, ২০০০), পৃ. ১৪–১৫
2. আল কোরান, সুরা ইসরা, আয়াত-৭০
3. ইবনে কাসীর, ইসমাঈল ইবনে উমর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, সম্পাদনা: সামী ইবনে মুহাম্মদ সালামাহ, ২য় সংস্করণ, ৮ খণ্ড, (রিয়াদ: দারু তাইয়্যিবাহ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪২০ হিজরি/১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ)
4. আল কোরান, সুরা নুহ, আয়াত ৩০-৩১
5. আল কোরান, সুরা আহযাব, আয়াত ৩২-৩৩
6. ওসমানী, তাকী, ইসলাহী মাওয়ায়েজ, খণ্ড ১, (করাচি: মাকতাবা দারুল উলূম করাচি, ২০১০), পৃ. ১৫৪
7. Sen, Amartya, Development of Freedom, (New York : Alfred A. Kopf, 1999), পৃ. ১০৪–১০৭
8. খান, আকবর আলী, পরার্থপরতার অর্থনীতি, (ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০০), পৃ. ৮৩–৮৪
9. A. Saeed, Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach. (London, U.K.: Routledge, 2006)
10. Wadud, A. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (2nd ed.). (Oxford University Press, 1999).
11. Ahmed, L. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. (Yale University Press, 1992).
12. Barlas, A. “Believing women” in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur’an, (University of Texas Press, 2002).
13. United Nations (2001), Pathway to Gender equality: CEDAW, Beijing, and the MDGs

14. Ahmed, L. প্রাগুপ্ত।
15. Wadud, A. প্রাগুপ্ত।
16. আল কোরান, myiv wbmv, AvqvZ-34
17. ইবনুল আরবি, আহকামুল কুরআন, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪১৪
18. মান্নান, মোঃ আব্দুল ও মেরী, শামসুন্নাহার খানম, নারী ও রাজনীতি, (ঢাকা: অবসর প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ১৩৯
19. আল কোরান, সুরা নিসা, আয়াত-৩২
20. আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশআস বিন ইসহাক আস-সিজিস্তানি, আস সুনান(বৈরুত: মাকতাবাহ আসরিয়াহ, তা. বি.), হাদিস নং-২৩৬
21. আবু ঈসা মোহাম্মদ ইবনে ঈসা আত -তিরমিযি, সুনান আত তিরমিযি, হাদিস নং-৩৮৯৫
22. আল কোরান, সুরা বাকারা, আয়াত-২৩১
23. আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, আস সহীহ (মিশর: দারু তাওকুন নাজাত, ১৪২২ হি.), হাদিস নং- ৫০৬৬
24. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ, আস সুনান (বৈরুত: দারে ইহইয়াইল কিতাবুল আরাবিয়া, তা. বি.), হাদিস নং- ১৯১৪)
25. আল কোরান, সুরা বাকারা, আয়াত-২৩৬, ২৩৭
26. আল কোরান, সুরা তালাক, আয়াত- ১,২,৩
27. আবু দাউদ, প্রাগুপ্ত, হাদিস নং- ২১৭৮
28. আল কোরান, সুরা নিসা, আয়াত-৭
29. আল কোরান, সুরা নাহাল, আয়াত ৫৮-৫৯
30. আল কোরান, সুরা তাকবীর, আয়াত-৯
31. ইমাম বুখারী, প্রাগুপ্ত, হাদিস নং-৫৯৯৬
32. ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী আল কুসাইরী, আস সহীহ (বৈরুত: দারু ইহিয়াইত তুরাসিল আরবি, তা. বি.), হাদিস নং- ২৬৩১
33. আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, খণ্ড ১, (বৈরুত, লেবানন: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০১), ১ম খণ্ড, হাদিস নং-২২৩
34. ইমাম বুখারী, প্রাগুপ্ত, হাদিস নং-৩৭১৪
35. ইমাম বুখারী, প্রাগুপ্ত, হাদিস নং-১৪২১
36. আল কোরান, সুরা আহকাফ, আয়াত-১৫
37. আল কোরান, সুরা ইসরা, আয়াত ২৩-২৪
38. ইমাম বুখারী, প্রাগুপ্ত, হাদিস নং-২৪০৮
39. ইমাম বুখারী, প্রাগুপ্ত, হাদিস নং-৫৫১৪
40. আহমদ ইবনে শুয়াইব আন-নাসায়ী, সুনান আন নাসায়ি, হাদিস নং- ৩১০৪
41. ইমাম তিরমিজি, প্রাগুপ্ত, হাদিস নং-৩৮৯৫
42. আল কোরান, সূরা নিসা, ১৯
43. ইমাম মুসলিম, প্রাগুপ্ত, হাদিস নং-১৪৬৮

44. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু শারফ আন-নববী, শরহে সহীহ মুসলিম, খন্ড: ১০ ম, মাকতা্বাতুশ শামেলা, হাদিস নং: মুসিলিম -১৪৬৮, পৃ. ৫৭
45. Hamudah Abd al-Ati, Islam in Focus, (American Trust Publications, Indiama, 1977), পৃ. ১১৪
46. ইমাম তিরমিজি, প্রাগুপ্ত, হাদিস নং-১১৬৩
47. আল কোরান, সুরা বাকারা, আয়াত-২২৮
48. আল কোরান, সুরা বাকারা, আয়াত-১৮৭
49. ইমাম মুসলিম, প্রাগুপ্ত, হাদিস নং-৩০০
50. আল কোরান, ইমাম বুখারী, প্রাগুপ্ত, হাদিস নং-৫৩৫৩
51. De Beauvoir, Simone.The Second Sex.Translated by H. M. Parshley. (New York: Alfred A. Knopf, 1953), p.13
52. ইবনে মাজাহ, প্রাগুপ্ত, হাদিস নং- ২২৪)
53. ইমাম বুখারী, প্রাগুপ্ত, হাদিস নং-৯৭
54. Banu, Dr. Qamar, "Women's Position in Islam" (প্রবন্ধ), নারী ও সমাজ, সম্পাদক: অধ্যাপিকা রশিদা খানম, (ঢাকা: এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ২০১০), পৃ. ৭৯
55. শফি, মুহাম্মদ, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, করাচি: ইদারায়ে মা'আরিফুল কুরআন, পৃ. ৪১৭
56. Ministry for Women.(n.d.).Women's suffrage in Aotearoa New Zealand. https://www.women.govt.nz/about-us/history-womens-suffrage-aotearoa-new-zealand
57. Ibn Ishaq, The Life of Muhammad. Translated by A. Guillaume, (Oxford University Press, 1995), p. 203.
58. রহমান, মোহাম্মদ মাহমুদুর, "Empowerment of Women in Bangladesh: An Analysis of Theoretical Perspective", Social Science Journal, খণ্ড ১০, (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫), পৃ. ২০৩
59. খান, আকবর আলী, প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা. ৯১
60. আল কোরান, সুরা বাকারা, আয়াত-১৮৬
61. ইমাম মুসলিম, প্রাগুপ্ত, হাদিস নং-১৪০৩
62. আমিন, মোহাম্মদ ও ইসমাইল, মোহাম্মদ, ইসলামে নারীর কর্মের অধিকার ও কর্মক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তাঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, (জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস, ভলিউম-১১, ২০২১)
63. আল কোরান, সুরা নিসা, আয়াত-৭
64. Lemu, A. B. & Heeren, F., Women in Islam, (London: Islamic Council of Europe, 1976.), Leicester.
65. আল কোরান, সুরা নিসা, আয়াত-৩
66. ইমাম তিরমিজি, প্রাগুপ্ত, হাদিস নং-১১৪২
67. বাদাবী, জামাল আল, ইসলামের সামাজিক বিধান, অনুবাদ: শায়েখ মনিরুল ইসলাম, (ঢাকা: ত্বাকিয়া বুক ডিপো, ২০২২), পৃ.১২৫
68. Landau, Rom, Sex, Life and Faith: A Modern Philosophy of Sex. (London: Faber & Faber, 1946), p. 136
69. Hastings, J. (Ed.), A dictionary of the Bible. Charles Scribner's Sons
70. Banu, Dr. Qamar, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৮-১১৯
71. আল কোরান, সুরা নুর, আয়াত ৩১-৩২
72. খতিব আত তিবরিযি, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদিস নং-২৯৭৬

73. আল কোরান, সুরা আহযাব, আয়াত-৫৯
74. আল কোরান, সুরা নুর, আয়াত-৩১
75. আল কোরান, সুরা আহযাব, আয়াত-৫৩
76. উদ্দীন, মুহাম্মদ আলা, পর্দা, মুসলিম নারী ও স্থিরকৃত রাজনীতি (প্রবন্ধ), নারী ও সমাজ, সম্পাদনায়, অধ্যাপিকা রশিদা খানম, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৪৯
77. নোভাক, জেমস জে., বাংলাদেশ: জলে যার প্রতিবিম্ব, অনুবাদ: সালাহ উদ্দিন আইয়ুব ও অন্যান্য, (ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৪), পৃ. ১১৬ু১১৭
78. Mernissi, Fatima, Women and Islam: A Historical and Theoretical Enquiry, (ঢাকা, সাউথ এশিয়া বুকস, ২০০১), পৃ. ৯
79. খান, আকবর আলী, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৮৮